গাংনীতে গাঁজা সেবনে নিষেধ করায় একজনকে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামে উমেদুল ইসলাম (৩০) নামের এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার শাফায়েত হোসেন (২৬) এর বিরুদ্ধে।

গতকাল শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে জালশুকা গ্রামের উত্তরপাড়ার মাঠে এ ঘটনাটি ঘটে। আহত উমেদুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত গোলাম রসুলের ছেলে এবং অভিযুক্ত শাফায়েত হোসেন একই গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, উমেদুল ইসলামকে কৌশলে বাড়ির পাশ থেকে ডেকে মাঠে নিয়ে যায় শাফায়েত। একপর্যায়ে ধারালো ছুরি দিয়ে তার গলায় আঘাত করে হত্যার চেষ্টা চালায়। আহত অবস্থায় উমেদুল কোনোমতে পালিয়ে এসে স্থানীয়দের ঘটনার কথা জানায়।

পরিবারের সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্রুত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুরে তাপদাহে হাসপাতালে বেড়েছে গরমজনিত রোগীর সংখ্যা

মেহেরপুরে তীব্র রোদ আর ভ্যাপসা গরমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। রাস্তা কিংবা মাঠে কাজ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন খেটে

খাওয়া মানুষ। তীব্র রোদ আর ভ্যাপসা গরম উপেক্ষা করেই কাজ করতে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে। এতে করে হাসপাতালে বাড়ছে শিশু ও বৃদ্ধ রোগীর সংখ্যা। এ সময় রোদে না বের হওয়া, ছায়াযুক্ত স্থানে চলাফেরা করা, তরল খাবার খাওয়া এবং শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিশু নিয়ে লাইনে দাঁড়ানো ধানখোলা গ্রামের জোসনা খাতুন জানান, তার ১৪ মাস বয়সী শিশু রায়ান দুই দিন যাবৎ জ্বর-সর্দিতে ভুগছে। গত রাতে শুরু হয় পাতলা পায়খানা। আউটডোরে টিকিট কেটে চিকিৎসক দেখালে ভর্তি করে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

ধর্মচাকী গ্রামের সুমাইয়া এসেছেন তার শিশু কন্যা হুজাইফাকে নিয়ে। তিনি বলেন, গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে বমি করতে থাকে, পরে শুরু হয় পাতলা পায়খানা। চিকিৎসক ভর্তি লিখেছেন। এমন অর্ধশতাধিক শিশু শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছে।

শুধু শিশুই নয়, বেশ কয়েকজন বৃদ্ধকেও হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা গেছে।

এদিকে মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন পর্যন্ত মেহেরপুরে বৃষ্টির দেখা মেলেনি। ফলে বেড়েছে রোদের তীব্রতা ও ভ্যাপসা গরম। চরম বিপাকে পড়েছেন শ্রমজীবী মানুষ। কৃষকদের খুব সকালে মাঠের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। আর রাস্তায় উপার্জনক্ষম মানুষদের আয় কমে গেছে। ভ্যান ও অটোচালকরা রাস্তায় ঘুরলেও যাত্রী পাচ্ছেন না বলে জানান।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহ যাবৎ মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা বেড়েছে। শনিবার বেলা ১২টায় ৩৫ ডিগ্রি এবং বিকেল ৩টায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৫২ থেকে ৬৩ শতাংশ। বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র শিশু কনসালট্যান্ট ডা. হাবিবুর রহমান বলেন, বর্তমানে তীব্র রোদ আর ভ্যাপসা গরমে সব বয়সের মানুষ জ্বর, সর্দি-কাশি ও ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তবে শিশু ও বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। সেক্ষেত্রে শিশুদের বেশি করে তরল খাবার, মায়ের দুধ, শাকসবজি খাওয়াতে হবে এবং

ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। এছাড়াও অপ্রয়োজনে রোদে না বের হওয়া ও বেশি পানি খাওয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

মেহেরপুরের বিখ্যাত হিমসাগর আমসহ আম-দই-চিঁড়া-মিষ্টি উৎসব

ঈদের ছুটিতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাড়ি ফিরে আসা প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে গত পাঁচ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত ‘আম-দই-চিঁড়া-মিষ্টি উৎসব’ উদযাপন করেছেন।

শনিবার (১৪ জুন) প্রাণবন্ত এই মিলনমেলায় তারা পুরোনো স্মৃতি ভাগাভাগি করেন এবং আনন্দ-উৎসব করেন।

এবারের আয়োজনের প্রধান আকর্ষণ ছিল মেহেরপুরের বিখ্যাত হিমসাগর আম। এই আম তার রসালো স্বাদ, গন্ধ ও মিষ্টতার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশংসিত। সঙ্গে পরিবেশিত হয় খাঁটি দই, ভেজানো চিঁড়া, দেশি মিষ্টান্ন, পিঠা ও মৌসুমি ফল।

উৎসবে তরুণ ও প্রবীণ প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। তারা একে অপরের সঙ্গে কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণ করেন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, “হিমসাগর আমের রসালো স্বাদ আর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে এই আয়োজনটি আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।”
অন্য একজন তরুণ অংশগ্রহণকারী যোগ করেন, “কলেজ জীবনের বন্ধুত্ব নতুন করে জেগে উঠেছে, আর এই মিলনমেলা আমাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।”

আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন স্টুডেন্ট কেয়ার একাডেমির পরিচালক মোঃ আক্তারুজ্জামান হীরা, কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং উদ্যোক্তা রাজু আহম্মেদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জজ কোর্টের পেশকার হাসানুজ্জামান মিলন, জারাফাত, নাফিউল, আল-আমিন, রোকুনুজ্জামান তুষার, নোমানসহ আরও অনেকে।

আয়োজকরা জানান, “আগামী বছর আরও বৃহৎ ও সংগঠিতভাবে এই উৎসবটি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।”

এভাবে প্রতিবারের মতো এবারও মেহেরপুর সরকারি কলেজে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা হয়ে উঠেছে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিশেষ অভিযানে এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

শুক্রবার (১৩ জুন) রাত থেকে শনিবার (১৪ জুন) ভোর পর্যন্ত মুজিবনগর থানা পুলিশের পরিচালিত ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামি হলেন মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের মৃত সাত্তারের ছেলে মো. শহীদুল ইসলাম (৪৫)।

তার বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় দায়েরকৃত এফআইআর নং-০৯, তারিখ ১০ জুন ২০২৫; জি.আর. নং-৬৩, তারিখ ১০ জুন ২০২৫ অনুযায়ী রাত ৭টা ৫৫ মিনিটে মামলা রুজু করা হয়। মামলায় তার বিরুদ্ধে পেনাল কোড ১৮৬০-এর ধারা 143/324/325/323/307/379/34/506(2) অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।

গ্রেফতারের পর আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানিয়েছে, জেলার সার্বিক শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

মেহেরপুর সীমান্তে সাড়ে তিন মাসে ৮৬ পুশ ইন

সাড়ে তিন মাসে মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৮৬ বাংলাদেশিকে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে এসব বাংলাদেশি বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে যায়। কেউ ১৫ বছর আগে, কেউ ১০ বছর আগে, কেউবা চার-পাঁচ বছর আগে ভারতে যায়। ভারতে তারা বিভিন্ন ইটভাটা, কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর ভারতীয় অবৈধ বাংলাদেশিদের আটক করে হাজত পাঠায়। সেখান থেকে বের করে রাতের আঁধারে তারা বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অবৈধ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে (পুশ ইন)।

এ নিয়ে সীমান্তবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। পুশ ইন ঠেকাতে বিজিবিকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে অন্তত ৮৬ জন বাংলাদেশিকে বাংলাদেশে পুশ ইন করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিজিবি ও স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এসব ব্যক্তি আটক ও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ ও বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ১০ জুন ভোরে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে ১২ জনকে, ৪ মে ভবেরপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১০ জনকে, ২৫ মে সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে ১৯ জনকে এবং ২৭ মে সোনাপুর সীমান্ত পিলার ১০১ কাগমারী মাঠ দিয়ে আরও ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১৫ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

পুশ ইন হওয়া বাংলাদেশিদের অধিকাংশের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলায়। এর পাশাপাশি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, লালমনিরহাট, কক্সবাজার, ফরিদপুর, পিরোজপুরের নাগরিক রয়েছেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে যাদের পুশ ইন করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে তাঁরা হলেন, পাবনার চাটমোহর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের শিবাস হালদার

(৫০), তাঁর ছেলে হরিদাস হালদার (২৪), চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার হরিশপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলাম (২০), নরেন্দ্রপুর থানার আক্কাস আলী (২৮), রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সারেংপুর গ্রামের শাহিন আলী (২৭), চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামের কাজীব আলী (২৩), হরিশপুর গ্রামের আবদুল্লাহ (২৭), পিরোজপুরের ইন্দুরকানী উপজেলার বালিয়াপাড়া গ্রামের ইসাহাক আলী, তাঁর ছেলে আজিল আলী (৪৫), কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা-১৬ নম্বর ক্যাম্পে বসবাস করা তরুণ রিয়াজ (২৪)। বাকি পাঁচজনের নাম প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি।

মে মাসে যাদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে তাঁরা হলেন, কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার কাঠগিরি গ্রামের আব্দুল জলিলের মেয়ে মোমেনা খাতুন এবং তার ৩ ছেলে মোজাম্মেল হক (২৩), মোস্তাক আহমেদ (১৯) ও কাবিল (১১)। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার জয় মঙ্গল (১১), মাথা গ্রামের জালালউদ্দিনের ছেলে মইনুল ইসলাম, স্ত্রী কাঞ্চন বেগম এবং ছেলে কারণ (১৪), রবিউল (৭) এবং মেয়ে মরিয়ম (৪), লালমনিরহাট জেলার সদর থানার চুঙ্গগাড়া গ্রামের মৃত গণেশ চন্দ্র পালের ছেলে নিতাই চন্দ্র পাল, তার স্ত্রী গীতা রানী পাল, মেয়ে পার্বতী পাল (১৫), পূজা রানী পাল (৭) ও আরতী পাল (৩), কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার কুঠিচন্দ্রখানা গ্রামের খলিলের ছেলে আমিনুল ইসলাম, স্ত্রী পারুল, দুই মেয়ে আমেনা (৪) ও আরফিনা (১১ মাস), কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার টগরপাড়া গ্রামের আজহারুল ইসলামের ছেলে বজলে (৪০), তার স্ত্রী মনোয়ারা বেগম (৩৫), মেয়ে মর্জিনা খাতুন (৯), মিম (৪), ছেলে রাসেল (২১) এবং ববিতা (১৫), নাতি ওবায়দুল (৮)।

কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার কাশিয়াবাড়ি গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে শাহানুর (২৯), তার স্ত্রী কল্পনা (২৭) এবং ছেলে নুর ইসলাম (৯)। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার বালাসিপাড়া গ্রামের আব্দুল গণির ছেলে ইচা আলী (৪৪), তার স্ত্রী আকলিমা বেগম (৪০), ছেলে আরিফ (১৯), ইব্রাহিম (১৫), ইসমাঈল (৮) এবং ছেলে আরিফের স্ত্রী সুমনা (১৫)। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার নগরাজপুর গ্রামের আকবর আলীর ছেলে আলিমুদ্দিন (৫৫), তার স্ত্রী আমিনা (৩৫), ছেলে আতিকুল (২৫), আতিকুলের স্ত্রী ইয়াসমিন (২০), ছেলে ইয়াসিন (৫), ইয়ানুর (২) এবং মেয়ে ফাতিমা (১)। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার ঘোগারকুঠি গ্রামের বাটালের ছেলে হুজুর আলী (৪০), তার স্ত্রী মনিরা (৩৫), ছেলে মনির হোসেন (৭), মেয়ে আদুরি (৩),

হালিমা (১৮) ও নাতি হামিম (২)।

জুন মাসে পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিরা হলেন:
কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার ফুলমতি গ্রামের রহমত আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৪২), জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী শাহাজাদী খাতুন (৩০), ছেলে মিরাজ আলী (১৫), একই থানার কবুরামাবুদ গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের স্ত্রী লাভলী খাতুন (৪২), ছেলে হাসেন আলী (২০), বাবুল হোসেন (২৪), বাবুল হোসেনের স্ত্রী জেনমিন খাতুন (২০), ছেলে জহিদ হোসেন (৩), জাকির হোসেন (১), হাসেন আলীর স্ত্রী জান্নাতী খাতুন (১৮), ১০ দিন বয়সী মেয়ে হাসিনা খাতুন, শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আজিজুল ইসলামের ছেলে ইয়াসিন হোসেন (২৫)। প্রশাসনের মতে, এসব ব্যক্তি দীর্ঘদিন ভারতে অবৈধভাবে অবস্থান করছিলেন। অনেকেই পারিবারিক বা কাজের কারণে ভারতে গিয়ে সেখানে আটক হন। নির্দিষ্ট কোনো চুক্তি বা আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই বিএসএফ এসব বাংলাদেশিকে মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন করছে।

ভারত থেকে আসা কয়েকজন জানিয়েছেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন। সেখানকার পুলিশ তাঁদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফ তাঁদের সীমান্তে এনে কাঁটাতারের গেট খুলে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

কক্সবাজারের রিয়াজ আলী বলেন, প্রায় চার বছর হলো জীবিকার আশায় চোরাইপথে ভারতে গিয়েছিলাম। নয়ডা জেলার একটি লোহার কারখানায় চাকরি করতাম। ২ মে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায়। পরে তারা আমাকে নদীয়া জেলার কারাগারে পাঠায়। সেখান থেকে একটি ট্রাকে সীমান্তে এনে ফেলে দেয়।

কুড়িগ্রাম জেলার জাহাঙ্গীর আলম ও বাবুল হোসেন বলেন, তারা দুজনই পরিবার নিয়ে প্রায় এক যুগ আগে ভারতে গিয়েছিলেন। গত বছরের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বহরমপুর বাজারে একটি বহুতল ভবনের নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম। ভারতে বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি। গত মাসে পরিবার নিয়ে দেশে ফেরত আসার সময় বিএসএফ আটক করে তাদের জেলে পাঠায়। জেল থেকে হৃদয়পুর সীমান্ত এলাকায় ট্রাকে করে এনে তাঁদের জড়ো করে এবং কাঁটাতারের মাঝখানে যে দরজা আছে, সেটা খুলে আমাদের বাংলাদেশের ভেতরে ঠেলে দেয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বিজিবি থানায় হস্তান্তর করলে আমরা

আইনানুগভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন প্রতিরোধে বিজিবি কঠোর নজরদারি ও টহল তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছি। কোনো ব্যক্তি যাতে বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে ঢুকতে না পারে, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছি। পাশাপাশি, যেসব ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে পুশ ইন-এর চেষ্টা হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিতভাবে বিএসএফের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

সিঙ্গাপুর ফেরত যুবকের মালামাল লুট: মেহেরপুরে ৫ ডাকাত গ্রেফতার

সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফেরা এক প্রবাসীর মালামাল লুটের ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে পাঁচ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডাকাতদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত বিদেশি পণ্য ও মোবাইলসহ বিভিন্ন মালামালও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গত ১১ জুন রাত আনুমানিক ৩টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা-আশরাফপুর কড়ইতলা সড়কে অটোরিকশাযোগে বাড়ি ফেরার সময় সিঙ্গাপুরফেরত মো. ইউসুফ আলী (২০) এবং তার নানা মো. রেজাউল হক ইজারুল (৫৭) ডাকাতদের কবলে পড়েন। ৬-৭ জন ডাকাত দেশীয় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ইউসুফের কাছে থাকা সিঙ্গাপুরের ৬৭ ডলার, তিনটি মোবাইল ফোন, চার্জার লাইট, বিদেশি চকলেট, সাবান, শ্যাম্পু, বডি স্প্রে, পেইন রিলিফ মলম, টুথপেস্ট ও সিটি গোল্ডের একটি নেকলেস লুট করে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা রুজু হলে পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালায়। পরদিন ১২ জুন সদর ও মুজিবনগর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন: মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের আমজাদ সরদারের ছেলে বাবু ওরফে বাবুল(৪০), জামিরুল (২৬), মৃত মকছেদ মন্ডলের ছেলে বাবুল (৫১), সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের খোকন পাইকের ছেলে দিপন পাইক (৩৫), নুরপুর গ্রামের রুবেলের ছেলে মোঃ রাব্বী (২০)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি রেডমি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, তিনটি সাবান, দুইটি ডাভ শ্যাম্পু, তিন প্যাকেট চকলেট, দুটি বডি স্প্রে, তিনটি ব্যথানাশক মলম, একটি টুথপেস্ট, একটি ফেসওয়াশ, একটি চার্জার লাইট ও একটি সিটি গোল্ড নেকলেস।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতার বাবু ওরফে বাবুলের বিরুদ্ধে চোরাচালান, নারী নির্যাতন, বিস্ফোরক, ডাকাতি ও গুরুতর জখমসহ মোট ৯টি মামলা রয়েছে। দিপন পাইকের বিরুদ্ধে মাদক, দস্যুতা ও চুরির ৩টি এবং জামিরুলের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে ও ডাকাতির প্রস্তুতির ২টি মামলা রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, এ ঘটনায় অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

গণতন্ত্র পুনঃরুদ্ধারের অগ্রযাত্রায় গণ-মানুষের অবিসংবাদিত দল বিএনপি’র নির্বাচনের যৌক্তিক দাবিকে সমর্থন জানিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করেছে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদল।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার সময় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটন হোটেলে এ ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান

আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তেব্যে শফিকুল ইসলাম বলেন, বিএনপি কৃষক বান্ধব দল। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য জাতিয়তাবাদী কৃষকদল গঠন করে। জন্ম লগ্ন থেকেই জাতীয়তাবাদী কৃষক দল বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, গত ১৭ টি বছর আমরা নির্যাতিত হয়েছি। শান্তি মত পরিবার নিয়ে বাড়িতে ঘুমাতে পারি নাই স্বাধীন ভাবে কথা বলতে পারি নাই। রাস্তায় ঠিকমতো বের হতে পারি নাই। সব সময় ভয়ে থাকতাম কখন পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। কখন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা আমাদের তুলে নিয়ে যাবে।

৫ আগস্টের ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গত ১৭ বছরের নির্যাতনকারী স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালিয়েছে। আমরা পেয়েছি নতুন স্বাধীনতা। আগামী নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে আমাদের নেতাকর্মীদের যে সকল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মিথ্যা মামলা দিয়ে বিভিন্নভাবে হয়রানী করেছে আমরা তাদের কড়ায় গুন্ডায় হিসাব নেবো।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক কুন্নুত আলীর সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক মিরাজ উদ্দীন, যুগ্ম সম্পাদক মকবুল, সহসভাপতি লিয়াকত, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সহসভাপতি রমজান আলী, উপজেলা কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।

এ সময় কৃষকদলের মুজিবনগর উপজেলাসহ ইউনিয়ন ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে রহিত আলী মন্ডল কে সভাপতি এবং জাকির হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন জাতিয়তাবাদী কৃষকদলের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

জনতার কণ্ঠস্বরের মুখোশে চাঁদাবাজি ও ব্ল্যাকমেইল!

লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম
শাহিন। বাড়ি মেহেরপুরের মল্লিক
পাড়ায়। স্থানীয়ভাবে তিনি শাহিন
খরা বলে পরিচিত। গত এক বছর ধরে
ফেসবুক লাইভে বলিষ্ঠ কণ্ঠে
উপস্থিত হয়ে আলোচনায় আসেন এই
প্রবাসী।

আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে দুর্নীতি বিরোধী বক্তব্য, কড়া সমালোচনা, আর রাজনৈতিক নেতাদের একের পর এক এক্সপোজে নিজেকে তুলে ধরেন জনতার কণ্ঠস্বর হিসেবে। তবে এবার তার বিরুদ্ধেই উঠেছে ব্ল্যাকমেইল ও চাঁদাবাজির মত ভয়ানক অভিযোগ।

মুখে জুয়া বিরোধী, পেছনে ডলার বাণিজ্য!

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে শহিদুল ইসলামের পরিচিতি বাড়তে থাকে রাজনৈতিক লাইভ ও কড়া সমালোচনার মাধ্যমে। রাজনৈতিক নেতাকর্মী, গণমাধ্যম কর্মী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, আদালতের বিচারক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার, এমনকি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি বিশিষ্ট সাংবাদিক মনির হায়দার কেউ বাদ পড়েননি তার খিস্তিখেউড়ের তালিকা থেকে।

তবে তার প্রকৃত পরিচয় সামনে আসে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে মহৎ সামাজিক যুদ্ধের আড়ালে। বিভিন্ন সূত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম শাহিন জুয়াড়িদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করেন এবং পরে তাদের ফোন দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করতে থাকেন।

সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেলে জমা পড়া স্ক্রিনশটে দেখা গেছে, শহিদুল ইসলাম কারও কাছ থেকে তিন হাজার ডলার, কারও কাছ থেকে পাঁচ হাজার

ডলার দাবি করেছেন ‘ ডলার দও অথবা জুয়া বন্ধ করবা, নইলে সেনাবাহিনী দিয়ে তুলে নেব’ এমন হুমকিও উঠে এসেছে কথোপকথনে। স্ক্রিনশট গুলি জেনুইন বলে নিশ্চিত করেছে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

ছিল জনসমর্থন, এখন প্রশ্নের মুখে গ্রহণযোগ্যতা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোচ্চার ভূমিকায় অনেকেই শহিদুলকে সমর্থন দিতেন। তার মাধ্যমে স্থানীয় চক্রের তথ্য ফাঁস হবে, এমন প্রত্যাশাও ছিল অনেকের। কিন্তু এখন প্রমাণসহ অভিযোগ আসার পর সাধারণ মানুষ বলছে, “যাকে আমরা দেখছিলাম রক্ষক, সে-ই এখন ভক্ষক!”

দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এবার মিলেছে প্রমাণ

শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ একদিনের নয়। স্থানীয় অনেকেই বলছেন, আগে এসব বলার সাহস ছিল না। কেউ প্রমাণও রাখতে পারেননি। তিনি মূলত ফেসবুকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করে তাদের আওয়ামী লীগ ট্যাগ দেওয়া এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভে এসে আক্রমণ শুরু করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই ব্যক্তির সঙ্গে গোপন কোন সমঝোতা হয় ততক্ষণ তিনি তার আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন। এরপর হঠাৎ পূর্বের পোস্ট গুলো ডিলিট করে দেন। এভাবেই চলে আসছিল কয়েক মাস। এমনকি খুলনার রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ রেজাউল হক তার বড় ভাইয়ের বন্ধু এমন দাবি করে পুলিশ কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন মহলে হুমকি প্রদানের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তবে এবার মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে জমা পড়েছে অসংখ্য স্ক্রিনশট, কললগ এবং ভয়েস রেকর্ডিং যা তাকে রক্ষা করার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে বলেই মত সংশ্লিষ্টদের।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি গোপাল কুমার কর্মকার বলেন, ‘শহিদুল ইসলাম শাহিনের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান, ব্ল্যাকমেইল এবং চাঁদাবাজির একাধিক লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ আমাদের দপ্তরে জমা পড়েছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কল রেকর্ড এবং হুমকিমূলক মেসেজের স্ক্রিনশট সাইবার ক্রাইম বিভাগে জমা দিয়েছেন, যা বর্তমানে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আমরা খুব শিগগিরই প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। এছাড়া গৃহীত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের বিস্তারিত অনুলিপি যথাযত কতৃপক্ষ/সংস্থার মাধ্যমে

সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হবে, যাতে বিষয়টির সঠিক প্রতিফলন ঘটে।”

তবে এ বিষয়ে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহিনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কে অভিযোগ দিয়েছে সেটা আগে খুঁজে বের করি। আর যে অভিযোগ দিয়েছে সে পারলে প্রমাণ করুক আমি চাঁদাবাজি করেছি।
‘

ভারতে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিমানবন্দরে বিধ্বস্ত, বহু হতাহতের শঙ্কা

ভারতের আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার এই দুর্ঘটনায় আদানি পরিচালিত বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠতে দেখা যায়।

সূত্র জানায়, আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে টেকঅফের আগে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। এএনআইয়ের বরাতে জানা গেছে, উড়োজাহাজটিতে ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন। তবে এখনো স্পষ্ট নয়, এটি কোন ধরনের বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ ছিল।

বিধ্বস্ত হওয়ার স্থানটি একটি আবাসিক এলাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ওই এলাকায় যাওয়ার সব সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যদিও প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এটি একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ, তবে এখনো সরকারি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। উদ্ধার অভিযান চলছে।

তবে অন্য একাধিক সূত্র দাবি করেছে, উড়োজাহাজটি অবতরণের সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও ছবিতে আহমেদাবাদের অভিজাত এলাকায় ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ দেখা গেছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প নিয়ে জটিল প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

মাটি যখন কারো না, সেখানে ভবন কীভাবে কারো হবে? মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে সামান্য দূরে পন্ডের ঘাট এলাকায় গড়ে উঠছে একটি নতুন ভবনের স্বপ্ন। সে স্বপ্নের গায়ে লেগে আছে নিয়ম ভাঙার কালি। পানি উন্নয়ন বোর্ড ৯ কোটি ৫০ লাখ টাকার বিশাল এক ভবন নির্মাণ প্রকল্পে দরপত্র আহ্বান করেছে যে জমির মালিকানাই এখনো সরকারের হাতে নেই। একটি স্থাপনা দাঁড়ায় যে জমির উপর, তার মালিকানা না নিশ্চিত করেই যেখানে ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি, এ যেন বালির উপর প্রাসাদ গড়ার মতো।

গ্রীষ্মের ধুলাঝরা বিকেলে যখন মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে একটুকরো জমির ওপর দাঁড়ানো হয়, তখন বোঝা যায়- এটা কেবল একখণ্ড ভূমি নয়; এটা একজন মানুষের জীবনভিত্তি, উত্তরাধিকার, প্রজন্মের আশা। এই জমির মালিক মো. আশরাফুল হক বলছেন, ‘শহরের উপকন্ঠে বামনপাড়া মৌজায় ২৩২২ ও ২৩২৩ দাগের একবিঘা জমি অধিগ্রহণ করেন। আমার জমির বাজারমূল্য তিন কোটি টাকা। সরকার আমাকে দিচ্ছে মাত্র ১ কোটি ৬ লাখ। দলিল হয়নি, অধিগ্রহণও সম্পন্ন নয়- তবু দরপত্র আহ্বান! এটা তো আইনের অপমান।”

তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন এবং উচ্চ আদালত সেখানে স্থগিতাদেশ দেন। অথচ প্রশাসনের নির্লিপ্ততা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের তাড়া যেন আদালতের আদেশকেও বিব্রত করে।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ‘মো. ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স’ ইতোমধ্যে পেয়েছে কাজের দায়িত্ব। সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে চলতি মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত। ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে, হাতে আছে মাত্র চোদ্দ

দিন।একটি সরকারি দপ্তরের ভিত গড়তে গিয়ে যখন ন্যায়বিচারকে পাশ কাটিয়ে এগোনো হয়, তখন শুধু একটা ভবন নয়- আস্থা, আইন এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিও ক্ষয়ে যেতে থাকে।

ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের একজন কর্মকর্তা বলেন, “জমি ক্রেতারা সাধারণত বিক্রেতার সাথে যেদামে ক্রয় চুক্তি করেন তার থেকে কমদামে দলিল রেজিস্ট্রি করেন। ফলে সরকার রাজস্ব আয় থেকে যেমন বঞ্চিত হয়। তেমনি সরকার জমি অধিগ্রহণকালে রাস্ট্রিয় প্রয়োজনে জমি কেনা বেচায় জমির দাম না মেলাতে মামলা মোকদ্দমা বাড়ছে। ফলত, সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জনসাধারণও পড়ে হয়রানির মধ্যে।”

জেলা প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, “জমির দাম নিয়ে আপত্তি থাকলে তা আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান করা উচিত। কিন্তু দলিল সম্পন্ন না করে দরপত্র আহ্বান করা হলে সেটি প্রশাসনিক ও নৈতিক দুই দিক থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ।”

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুল হান্নান প্রধান বলেন,“জমি অধিগ্রহণ ও রেজিস্ট্রি শেষ না করে ভবনের দরপত্র ডাকা ঠিক হয়নি, স্বীকার করি। বিষয়টি প্রশাসনিক আলোচনায় রয়েছে।”

স্থানীয় নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বিষয়টি নিয়ে। কেউ বলছেন, “আইনি জটিলতা নিয়ে শুরু হওয়া ভবন কখনো টেকসই হয় না,” কেউ বা বলছেন, “ব্যক্তি মালিকানার জমি দখল করে উন্নয়ন নয়, এটা তো অন্যায্য দখলদারি।”

বিশিষ্ট এক সমাজকর্মী বলেন,“সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পকে আমরা স্বাগত জানাই, কিন্তু তা যেন হয় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের ভিতরে। জমির ন্যায্য দাম না দিলে ভবিষ্যতে ক্ষোভ জন্ম নেবে, যা কোনো ভবনের ভিত্তির চেয়েও বিপজ্জনক।”

এই ঘটনা কেবল একটি জমি নিয়ে নয়, এটি একটি নৈতিক সংকট, একটি প্রশাসনিক গাফিলতির প্রতিচ্ছবি।যেখানে নিয়মের চেয়ে ‘তাড়াহুড়ো’র মূল্য বেশি, সেখানে ন্যায় ও উন্নয়ন সমান্তরালভাবে চলতে পারে না। প্রকল্প হয়তো শেষ হবে সময়মতো, ভবন উঠেও দাঁড়াবে, কিন্তু তার নিচে যে জমিটি এখনো ব্যক্তি মালিকানায়। ফলে সংকট হয়তো আরও গভীর ক্ষত রেখে যাবে সমাজে।